গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ এপ্রিল ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ওয়াকফ সংশোধনী আইন
প্রত্যাহারের দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি দূর করার নামে আদতে ঘুরপথে ওয়াকফের সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য যে ভাবে ওয়াকফ আইন সংশোধন করেছে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। হিন্দুদের মন্দির পরিচালন কমিটি এবং ট্রাস্টিগুলোতে অহিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত করার নীতি বিজেপি সরকার গ্রহণ করবে?

উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও ধর্মীয় বিভাজন উসকে দিয়ে, সংখ্যালঘু জনগণকে সন্ত্রস্ত করা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং নিপীড়িত মানুষের শ্রেণি সংগ্রামকে দুর্বল করে জনসাধারণের নজরকে জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলবেই তা করা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, কোনও ধর্মীয় সংগঠনের স্বাধিকারে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

আমরা দেশের জনগণকে আহ্বান করছি এই আদ্যন্ত সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং বিজেপি সরকারকে বাধ্য করুন অবিলম্বে আইনটি বাতিল করতে।

কমরেড সদানন্দ বাগল
একটি দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র
প্রভাস ঘোষ
পৃষ্ঠা ঃ ৩

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তলানিতে
দেশের মানুষের জন্য চড়া দামই বহাল রেখেছে বিজেপি সরকার

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নেমে যাচ্ছে তরতর করে। অপরিশোধিত তেল, কিছু দিন আগেও যা ছিল ব্যারেল প্রতি ৭০ থেকে ৮০ ডলারের মধ্যে, তা এখন ৬০ ডলার বা তারও নীচে। কিন্তু তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের বাজারে দাম কি কমেছে? না, কমেনি। কারণ যে হারে তেলের দাম কমছে, সরকার সেই হারে তেলের উপর করের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে তেল সস্তা হলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের জনগণকে তা সস্তায় পেতে দিচ্ছে না। জনসাধারণকে চড়া দামেই তেল কিনতে হচ্ছে। এতে যেমন পরিবহণ খরচে চড়া মাশুল গুনতে হচ্ছে তেমনই কৃষিক্ষেত্রেও সেচের খরচ চড়াই থেকে যাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে শুল্কযুদ্ধ বিশ্ব জুড়ে যে মন্দার পরিস্থিতিকে বাড়িয়ে তুলেছে তার ধাক্কায় আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম অনেকখানি নীচে নেমে গেছে। এই রকম পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গত ৭ এপ্রিল দেশের সংকট-জর্জরিত সাধারণ মানুষের উপর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে ৫০ টাকা এবং পেট্রল ও ডিজেলের উপর লিটার প্রতি ২ টাকা বাড়তি উৎপাদন শুল্ক চাপিয়েছে। এর

বাড়ল
- রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে ৫০ টাকা
- পেট্রল ও ডিজেলে লিটার প্রতি বাড়তি কর ২ টাকা

ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বাড়তি আয় হবে ৩২,০০০ কোটি টাকা।

জনগণের পকেট লুঠ করে সরকারের এত বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা কেন? এই টাকা কি জনগণের কল্যাণে ব্যয় হবে? মোটেও নয়। জনগণের কল্যাণে সরকারের এত মাথাব্যথা নেই। এই টাকা সরকার ব্যয় করবে— যে বিপুল পরিমাণ টাকা তারা সমাজের ধনী এবং সচ্ছল অংশকে করছাড় বাবদ ব্যয় করে চলেছে তা উশুল করতে। অর্থাৎ পুঁজিপতিদের সেবা করার দায় তারা চাপাচ্ছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে।

সরকার যখন ভরতুকি বন্ধ করে তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছিল তখন বলেছিল, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠাপড়ার সমানুপাতিক হারে ভারতে তেলের দাম নির্ধারিত

দুয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে
১০ এপ্রিল রাজ্য জুড়ে থানায় থানায় বিক্ষোভ

কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানায় বিক্ষোভ। আরও সংবাদ আটের পাতায়

স্বেচ্ছাশ্রমের ভাঁওতা নয়, যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি সুনিশ্চিত করার দায় নিতে হবে সরকারকে

শিক্ষক নিয়োগে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, মামলা পর্বে রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর বহুমুখী বিপর্যয় নেমে এসেছে। ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে, ২০১৬ সালের এসএলএসটির মাধ্যমে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত প্যানেল বাতিল করা হয়। চাকরি হারান ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। এই রায়ের ফলে একদিকে যেমন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সহ তাদের পরিবারগুলি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, অন্য দিকে শিক্ষকের অভাবে বহু স্কুলে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। এক ধাক্কায় হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপস্থিতির ফলে ক্লাস নেওয়া, পরীক্ষার খাতা দেখা, সময় মতো ফলপ্রকাশ করা বহু স্কুলের নানা কাজ ব্যাহত হবে। এই অবস্থায় কয়েকটি স্কুলকে মিলিয়ে দিয়ে বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির 'ক্লাস্টার' প্রথা চালু করে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। পরিণামে কিছু স্কুল উঠে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া এতটাই কলুষিত হয়ে গেছে যে, তা

চারের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই (সি)-র ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে

শহিদ মিনার ময়দান
বিকাল ৩টা

সমাবেশ

প্রধান বক্তা - **কমরেড প্রভাস ঘোষ**
সভাপতি - **কমরেড মানব বেরা**

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ফি রদের দাবি ছত্তিশগড়ে

ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকারের মদতে রায়পুরের পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফর্মের দাম ৭০০ টাকা ধার্য করেছে। এতদিন ওই ভর্তি পরীক্ষায় কোনও ফি লাগত না।

ছত্তিশগড়ের মতো একটি দারিদ্র পীড়িত রাজ্যে এইভাবে ফি বৃদ্ধি উচ্চশিক্ষায় সাধারণ ছাত্রদের প্রবেশই করতে দেবে না। এর বিরুদ্ধে ১১ এপ্রিল রায়পুরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এ আই ডি এস ও। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয় অবিলম্বে ভর্তির পরীক্ষায় সমস্ত ফি প্রত্যাহার করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এই আন্দোলনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের সহায়তায় ছাত্রদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করতে সাধারণ, এসসি-এসটি এবং ওবিসিদের জন্য আলাদা আলাদা ফি ধার্য করে। এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এআইডিএসও।

স্কুল ক্লাস্টারের তীব্র প্রতিবাদ

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি একাধিক স্কুলকে একসাথে জুড়ে দিয়ে স্কুল ক্লাস্টার তৈরির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার যে পদক্ষেপ নিতে বলছেন তার বিরুদ্ধে ১৩ এপ্রিল অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র তীব্র প্রতিবাদ জানান। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান না করে যে ভাবে এই সমস্যাকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতিকে কার্যকর করে ও সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে এ দেশের সাধারণ ঘরের সন্তানদের কাছ থেকে শিক্ষা কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধে শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

চড়া দামই বহাল রেখেছে বিজেপি সরকার

একের পাতার পর

হবে। কিন্তু সরকার এবং তার মন্ত্রীরা এ কথার বাস্তব অর্থ দাঁড় করিয়েছেন—আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে দেশে সেই অনুপাতে তেলের দাম বাড়বে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলে দেশের বাজারে তা কমবে না।

জনগণ যখনই দেশে তেলের দাম কমানোর দাবি করে তখনই মন্ত্রীরা তেল কোম্পানিগুলির লোকসানের অজুহাত তোলেন। যেন তেল কোম্পানিগুলি জনগণের সেবা করতে শুধু লোকসানই করে চলেছে। অথচ বাস্তবটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তথ্য বলছে, তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা—ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসি), ভারত পেট্রলিয়াম (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রলিয়ামের (এইচপিসিএল) মিলিত মুনাফা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পৌঁছেছে ৮১ হাজার কোটি টাকায়। বেসরকারি কোম্পানিগুলি মুনাফা করেছে আরও বেশি। বাস্তবে নজিরবিহীন এই মুনাফা। লোকসানের গল্পটা তারা ফাঁদে মানুষকে বিভ্রান্ত করে মূল্যবৃদ্ধি মানিয়ে নেওয়ার জন্য।

স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের কাছে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা তেলের সুবিধা সাধারণ মানুষকেও একই রকম ভাবে পেতে দিতে হবে। তেলের দাম কমলে পরিবহণ খরচ কমে গিয়ে যেমন তা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এনে সংকটগ্রস্ত জনজীবনে অনেকখানি সুরাহা আনতে পারত, তেমনই কৃষিক্ষেত্রেও সেচের খরচ কমলে কৃষকদের চাষের খরচ অনেকখানি কমত। কিন্তু সরকার জনগণের এই দাবিকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি।

রাশিয়া থেকে অতি সস্তায় তেল আমদানি করে বিপুল মুনাফা করার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে বহু আলোচিত। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধশুরু হওয়ার পরই আমেরিকা রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্যে তার তেল-গ্যাস রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে ন্যাটোর আওতাভুক্ত ইউরোপের দেশগুলি, যারা রাশিয়ার তেল-গ্যাসের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল সেখানে রাশিয়ার তেল রফতানি বন্ধহয়ে যায়। অথচ রাশিয়ার অর্থনীতি তেল বিক্রির উপর অনেকখানিই নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া ভারতকে অনেক কম দামে তেল বিক্রির প্রস্তাব দেয়। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১৪০ ডলার, রাশিয়া ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে মাত্র ৪০ ডলারে, এমনকি তার থেকেও কম দামে তেল দিতে রাজি হয়। এই সুযোগ কাজে লাগায় ভারত সরকার। বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলি রাশিয়ার তেল অতি সস্তায় আনতে থাকে। ভারতকে তার প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ইউক্রেন যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এর বেশির ভাগটাই আসত ইরাক এবং সৌদি আরব থেকে। রাশিয়া থেকে আমদানি করত মাত্র ০.২ শতাংশ। বর্তমানে ভারতের প্রয়োজনীয় তেলের ৫০ শতাংশের বেশি আমদানি হয় রাশিয়ার সস্তা তেল। সেখানে মার্কিন তেল আমদানির অংশ ২০১৯-এর ৪.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৪-এ দাঁড়িয়েছে ৩.৪ শতাংশ।

সম্প্রতি আমেরিকায় অনুষ্ঠিত এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মোদিকে পাশে রেখে ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ভারতকে আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ তেল এবং গ্যাস কিনতে হবে। কারণ, আমেরিকা দু'দেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি কমিয়ে আনতে চায়। ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকাই যে ভারতে সব থেকে বেশি পরিমাণে তেল এবং গ্যাস জোগান দেবে সে ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদির সাথে তাঁর ঐক্যমত্য হয়েছে। তেল আমদানির পরিমাণ বার্ষিক ১৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২৫ বিলিয়ন ডলার করা হবে। ট্রাম্পের এমন প্রস্তাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐক্যমত্য বিস্ময়কর। কারণ তেল আমদানিতে এই ঐক্যমত্য ভারতে তেলের দাম অনেক বাড়িয়ে তুলবে এবং তার ফল হিসাবে জনগণের ঘাড়ে বিরাট মূল্যবৃদ্ধিকে চাপিয়ে দেবে। ট্রাম্পের ফতোয়া মানতে গেলে রাশিয়ার সস্তা তেল বাদ দিয়ে আমেরিকার তেল চড়া দামে ভারতকে নিতে হবে। ভারত থেকে আমেরিকার দীর্ঘ দূরত্বের পরিবহণ খরচ মিটিয়ে দেশের বাজারে তেল হয়ে উঠবে আন্তর্জাতিক বাজারের থেকেও বেশি দামি। তাতে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফা হবে, কিন্তু তার বোঝা বইতে হবে ভারতের সাধারণ মানুষকেই। বাস্তবে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তেলের ক্ষেত্রে এমন একতরফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এই চুক্তির বিরোধিতা প্রতিটি দেশবাসীর কর্তব্য।

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র জগদল্লা লোকাল কমিটির প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড দুঃখভঞ্জন গরাই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ২৪ মার্চ বিকেলে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

তিনি আশির দশকের শুরুর দিকে দলে যুক্ত হন। তিনি জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল ও জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত কমরেড গোবর্ধন শীট এবং কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য প্রয়াত কমরেড বাদশা খানের সান্নিধ্যে এসে দলের আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করেন। পরিবারের মধ্যে তিনি দলের চিন্তাধারা নিয়ে যান। স্ত্রীকে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মসূচিতে যেতে উৎসাহিত করতেন। দলের নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দলের কর্মীদের খুব ভালবাসতেন। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও পার্টির নেতা-কর্মীদের খোঁজ রাখতেন। তাঁর মৃত্যুতে লোকাল কমিটি একজন অভিভাবকসম কমরেডকে হারাল।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল সহ এলাকার কমরেডেরা তাঁর বাড়িতে যান। মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড জয়দেব পাল, কমরেড বিদ্যুৎ শীট, লোকাল কমিটির সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যরা।

কমরেড দুঃখভঞ্জন গরাই লাল সেলাম

হাওড়া জেলায় দলের বালি-বেলুড় লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনুপম চক্রবর্তী ৭ এপ্রিল ভোরে ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হার্ট এবং কিডনির জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

কমরেড অনুপম চক্রবর্তী অসুস্থ অবস্থাতেও পার্টির সমস্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতেন। মৃত্যুর আগের দিনও এলাকায় দলের প্রচারসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেদিন রাত দশটা পর্যন্ত লোকাল কমিটির সভাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে এলাকার লোকজন ও পার্টির কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পার্টির কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাসভবনে সমবেত হন। দলের হাওড়া জেলা অফিসে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জৈমিনী বর্মন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশীষ রায় ও কমরেড অশোক সামন্তর পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তার স্ত্রী কমরেড কানন বেরা। জেলা কমিটির সদস্যরা সহ দলের সমস্ত শাখা সংগঠনগুলির পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

কমরেড অনুপম চক্রবর্তী কৈশোরে ১৯৭০ সালে কমরেড কমলেন্দু ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ব্লাইন্ড পারসন্স অ্যাসোসিয়েশনের কাজে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে প্রয়াত কমরেড দীপঙ্কর রায়ের সংস্পর্শে এসে তিনি দলের কাজ পুরোপুরিভাবে শুরু করেন। ব্লাইন্ড পারসন্স অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার জন্য তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। পরবর্তীকালে তিনি ব্লাইন্ড পারসনস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বেলুড়ে থাকাকালীন দলের জেলা কমিটির অফিসকে কেন্দ্র করে বালি-বেলুড় ও বেলানগরে সংগঠন গড়ে তোলা ও ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন সহ শিক্ষা আন্দোলনের কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকতেন। দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক স্তরের আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যগত বিষয়ে পড়াশোনার প্রতি তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। দেশ-বিদেশের ঘটনা জানা ও কমরেডদের জানানোয় তাঁর প্রয়াস ছিল লক্ষণীয়। বালি-বেলুড়ে কমরেড অনুপম চক্রবর্তীর বাসভবন ছিল কমরেডদের একটি অবারিত আশ্রয়স্থল।

কমরেড অনুপম চক্রবর্তী লাল সেলাম

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

যৌথ জ্ঞানের ধারণা বিমূর্ত নয়

কমিউনিস্ট পার্টি একটি বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া পার্টির মতো নিছক কতগুলি ব্যক্তি এবং গ্রুপের সমষ্টি নয়। লেনিন একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে জীবন্ত দেহের (লিভিং অর্গানিজম) সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি একটা 'মেকানিক্যাল হোল' না, এটা একটা 'অরগ্যানিক হোল' (প্রাণহীন যন্ত্র নয়, একটি জীবন্ত সত্তা) ঠিক যেমন মানবদেহ —এটা একটা 'মনোলিথিক অরগ্যানিজম', এর একটা স্নায়ু কেন্দ্র বা মস্তিষ্ক (সেন্টার অফ নার্ভস অর ব্রেন) আছে। জীবন্ত দেহের এটাই হল কেন্দ্রবিন্দু বা পরিচালিকা শক্তি। এই মস্তিষ্কই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পরিচালনা করে। আবার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলিও (সেন্স অর্গান) তাদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করছে। মস্তিষ্কের সাথে ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির এই সম্পর্কটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত। একটি কমিউনিস্ট পার্টির গঠনও এই রকম। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতার সাথে র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে সেল থেকে শুরু করে পার্টির অন্যান্য বডিগুলির সম্পর্ক হল মস্তিষ্কের সাথে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সম্পর্কের মতো। আবার নিচু থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই সকল পার্টি বডিগুলিও আলাদা আলাদা ভাবে কতগুলো কর্মী বা নেতার সমাবেশ মাত্র নয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব নিজস্ব ক্ষেত্রে 'সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশান' বা নেতা আছে।

এই সমস্ত পার্টি বডিগুলি এবং সমস্ত কর্মী ও নেতার সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, আমি আগেই বলেছি, সেই যৌথজ্ঞানের ধারণা যেহেতু বিমূর্ত নয়, সেহেতু পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথজ্ঞানের প্রকাশ সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ নেয়—তিনি হচ্ছেন দলের চিন্তানায়ক, নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। এই নেতা বিভিন্ন নেতার মধ্যে চুক্তির দ্বারা, বা তাদের মধ্যে আপসের রূপে বা জোড়াতালি দিয়ে ঠিক হয় না। এই নেতা পার্টির অভ্যন্তরে যৌথ ও সচেতন সংগ্রাম, অর্থাৎ যৌথ নেতৃত্বের বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়। মনে রাখতে হবে, কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে 'লিডারশিপ'-এর এই 'ফেনোমেনন', 'প্যারালাল (সমান্তরাল) লিডারস'-এর ফেনোমেনন নয়, এটা 'লিডার অব দি লিডারস'-এর (নেতাদের মধ্যে নেতার) ফেনোমেনন। লেনিনের জীবদ্দশায় সিপিএসইউ-তে লেনিন ছিলেন সকল নেতাদের নেতা। তিনিই ছিলেন দলের চিন্তানায়ক, নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। লেনিন যখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী, স্ট্যালিন পার্টির সাধারণ সম্পাদক, তখনও লেনিন ছিলেন দলের নেতা ও শিক্ষক। এটা স্ট্যালিনও মনে-প্রাণে স্বীকার করতেন। চিনের পার্টিতেও মাও সে-তুঙই দলের চিন্তানায়ক বা নেতা। একেই বলা হয় যৌথ নেতৃত্বের যথার্থ রূপ, অর্থাৎ যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ।

'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই(সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল' বই থেকে

কমরেড সদানন্দ বাগল একটি দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র

প্রভাস ঘোষ

(৫ এপ্রিল উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুরে কমরেড সদানন্দ বাগলের স্মরণসভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে বক্তব্য রাখেন তা প্রকাশ করা হল। প্রকাশের সময় তিনি দু-একটি পয়েন্ট যোগ করে দেন)।

কমরেড সভাপতি ও কমরেডস,

কমরেড সদানন্দ বাগলের মৃত্যুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করা, তারপর স্মরণসভায় আমার বলতে আসা— এ আমার কাছে অভাবনীয় ছিল। আমাদের শিক্ষক মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ একটা অমূল্য শিক্ষা রেখে গেছেন, কোনও নেতা বা কর্মীর মৃত্যু যতই বেদনাদায়ক হোক, তা আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব। তিনি বলেছেন, বিপ্লবীদের কাছে নিছক শোকপ্রকাশের, নিছক হৃদয়াবেগের কোনও মূল্য নেই— যদি বিপ্লবী না বোঝে যে ঘটনায় সে ব্যথা পেল, তার যথার্থ তাৎপর্য তাকে বিপ্লবী জীবনে কী করতে বলে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা যে কোনও কমরেডের স্মরণসভার আয়োজন করি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কমরেডকে আমরা হারালাম, তিনি নেতা হোন বা কর্মী হোন, তাঁর বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামবহুল নানা ঘাত-প্রতিঘাতে কী ভাবে মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে ভূমিকা পালন করেছেন এবং সেই ভূমিকা থেকে আমরা যারা জীবিত, তারা কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তার চর্চা করা।

কমরেড সদানন্দ যে যুগে পার্টির সাথে যুক্ত হন, সেই যুগ সম্পর্কে এখনকার বহু কর্মীই জানেন না। আপনারা জানেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ ৬ জন সহকর্মী নিয়ে এক ঐতিহাসিক প্রস্তুতির অতুলনীয় সংগ্রাম চালিয়ে এই দল গঠন করেন ১৯৪৮ সালে। আমি দলে যুক্ত হই ১৯৫০ সালে। সদানন্দ যুক্ত হন ১৯৫৩ সালে, তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। যতদূর আমার মনে পড়ে, তৎকালীন সময়ের আমি এবং কমরেড সাধনা চৌধুরী, যিনি এখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী— এই দু'জন এখন জীবিত। এর কিছুদিন বাদে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য যুক্ত হন। আপনারা শোক প্রস্তাবে শুনেছেন, কমরেড সদানন্দ বাগলের এই দলে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কমরেড রতন ভৌমিক নামের একজন কমরেড, যাঁর নাম এই হাউসের কেউই হয়তো জানেন না, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি জয়নগরের ময়দা অঞ্চলের কর্মী ছিলেন। দারিদ্রের কারণে জুট মিলে কাজ করতে উত্তর ২৪ পরগণার জগদ্দলে আসেন।

কমরেড সদানন্দ বাগলের স্মরণসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে বিপ্লবী শ্রদ্ধা কমরেড প্রভাস ঘোষের

সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে কমরেডস শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী, ইয়াকুব পৈলান, রবীন মণ্ডল সহ আরও অনেকের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। তারই ভিত্তিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা দলের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এরই প্রভাবে প্রভাবিত কমরেড রতন ভৌমিক এখানে আসেন কর্মসূত্রে এবং সংগঠনের কাজ শুরু করেন। সেই সময়ে পার্টির বিস্তারে এই ধরনের বহু কমরেডের অনেক সংগ্রাম, বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যাঁরা আজ বর্তমান কমরেডদের কাছে অজ্ঞাত। তখন অবিভক্ত ২৪ পরগণা, পার্টির কাজের জন্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল— উত্তর এবং দক্ষিণ। এটা রাজনৈতিক বিভাগ ছিল। উত্তর ২৪ পরগণায় প্রথম কাজ শুরু হয়েছিল আগরপাড়া এলাকায়, যেখানে ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন কমরেড শিবদাস ঘোষ পুলিশের নজর এড়াতে আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করতেন। ওখানকার বেশ কিছু যুবককে তিনি যুক্ত করেছিলেন। তার মধ্যে কমরেড সনৎ দত্ত, ভবতোষ দত্ত এবং আরও অনেকে ছিলেন। পরবর্তীকালে কমরেড তাপস দত্ত, আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্বতন সদস্য ও কলকাতায় ক্ষুদিরাম মূর্তির ভাস্কর, তিনি এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আসেন। আবার এখানেই ফুটপাতে হকারি করতেন কমরেড যোগেন মণ্ডল, হাবড়ার কমরেডরা এখনও হয়তো তাঁর নাম জানেন। তিনি পরে হাবড়ায় গিয়ে ফুটপাতে একটা বাঁশের দোকান করেন। স্কুলের ছাত্ররা তাঁর দোকানের সামনে দিয়ে যেত, তিনি তাদের সাথে কথাবার্তা বলে ধীরে ধীরে তাদের আকৃষ্ট করেন এবং তার মধ্য দিয়ে অনেক যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। আমি সেই সময় সেখানে প্রায়ই যেতাম। এইভাবেই পার্টি বিভিন্ন জায়গায় বিস্তার লাভ করেছে। তখন আমাদের কর্মীসংখ্যা মুষ্টিমেয় হলেও প্রত্যেক কমরেড নতুন যোগাযোগ বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এমন এমন কমরেড আছেন পার্টির বিস্তারে যাদের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নাম, তাঁদের ভূমিকার কথা অনেক কমরেডই হয়তো জানেন না। এই কমরেড রতন ভৌমিকই এই এলাকায় আমাকে প্রথম ডেকে আনেন। তিনিই সদানন্দদের সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত আতপুর স্কুলের ছাত্র ছিল। সেখানেই প্রথম কথাবার্তা হয় এবং স্কুল গেটে আমাকে দিয়ে মিটিং করানো হয়। পরে আর একটা মিটিং হয়, সেখানে কমরেড তাপস দত্ত ও আমি দু'জনে এসেছিলাম। এই ভাবে এরা দলের সাথে ধীরে ধীরে যুক্ত হতে থাকে। কিছুদিন পরে ভাটপাড়ায় অসিত রায় নামের একজন নিজে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পার্টির কাজকর্মে উদ্যোগ নেন। কিন্তু এই কঠিন সংগ্রাম ফেস করতে না পেরে কিছুদিন বাদে তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে যান, যদিও তাঁর মামাতো বোন কমরেড ইন্দ্রাণী হালদার সক্রিয় কর্মী হিসাবে থেকে যান। এর কিছুদিন বাদে কমরেড কমল ভট্টাচার্য পার্টির সাথে যুক্ত হন।

সদানন্দ যখন দলে যুক্ত হন, তিনি একা আসেননি। তাঁর সাথে জীবন কুণ্ডু, ডালিম দে, পীযূষ মুখার্জী, মনোতোষ, তার পদবী আমার মনে নেই, এরা এক ঝাঁক ছাত্র একসাথে দলে এসেছিলেন। এঁদের একটা গ্রুপ ছিল। আমি নিয়মিত যেতাম, এদের নিয়ে বৈঠক করতাম। একবার পয়সার অভাবে ট্রেনে টিকিট কাটতে পারিনি। কাঁকিনাড়া স্টেশনে চেকার আমাকে ধরে। সদানন্দরা স্টেশন মাস্টারকে বোঝায়। তিনি সহানুভূতির সাথে বিষয়টি দেখেন এবং বলেন, যখন পারবেন টিকিট কাটবেন, না পারলে আমাকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

চাকরি সুনিশ্চিত করার দায় সরকারের

একের পাতার পর

সমাধানের ঊর্ধ্বে। এসএসসি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য হল নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনিয়মের তথ্য ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এসএসসি সেই দুর্নীতিকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে এত পরিমাণ কারচুপি করেছে যে যোগ্য-অযোগ্য চিহ্নিত করা কার্যত অসম্ভব। মানুষ জানে, তৃণমূল দল ও

১০ এপ্রিল কাঁথির ছাত্র-যুব-নাগরিক মঞ্চের ডাকে প্রতিবাদ মিছিল

তাদের সরকারের সীমাহীন দুর্নীতিই এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এই দুর্নীতিতে শুধু তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সহ দু-চার জন নয়, শাসকদলের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত অসংখ্য নেতা-মন্ত্রী-বিধায়ক-সাংসদ জড়িত। সাদা খাতা জমা দেওয়া লোকেদের চাকরি, মেধাতালিকায় পিছনে থাকা নাম সামনে নিয়ে আসা, প্যানেলে নাম নেই এমন ব্যক্তিদেরও নিয়োগ করে দেওয়া, ওএমআর সিটের নম্বরে কারচুপি, এমনকি স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ ছাড়াই নিয়োগ পাইয়ে দেওয়া— এ সমস্ত অপকর্মই সংঘটিত হয়েছে শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাদের কল্যাণে। এই দুর্নীতিগ্রস্তদের এবং দুর্নীতি করে যাদের চাকরি দেওয়া হল তাদের নাম বারবার সুপ্রিম কোর্ট জানতে চাইলেও এসএসসি এবং রাজ্য সরকার তাদের আড়াল করারই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। তাই সুপ্রিম কোর্ট বারবার সেই তালিকা চাইলেও কমিশন বা রাজ্য সরকার তা দেয়নি। শুধু তাই নয়, কারচুপির প্রমাণ লোপাট করতে ওএমআর সিট নষ্ট করা হয়েছে। ফলে যোগ্য-অযোগ্য পার্থক্য করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ কথাই কোর্ট বলেছে।

কিন্তু এতে ন্যায়বিচারের ন্যূনতম যে নীতি— দোষ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হলে কোনও মতেই কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না, তা লঙ্ঘিত হল। শিক্ষক নিয়োগে যারা কোটি কোটি টাকা লুট করে দুর্নীতি করল সিবিআইয়ের অপদার্থতায় তাদের একের পর এক জামিন হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য মামলার মতো এই মামলাতেও প্রকৃত দোষীদের আদৌ শাস্তি হবে কি না, এই প্রশ্ন উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়া কয়েক হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি বাতিল করা হল অথচ তাদের কোনও কথা শোনা হল না, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেওয়া হল না। এর থেকে মর্মান্তিক আর কী হতে পারে? হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট

হুগলির চুঁচুড়ায় ছাত্রবিক্ষোভ। ৮ এপ্রিল

সকলেই স্বীকার করেছে যে একটা বিরাট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিযুক্ত হয়েছেন। তা হলে যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণ সমস্যা— এই অজুহাতে পুরো প্যানেল বাতিল করা চলে কি? এই প্রশ্ন, যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ সাধারণ মানুষের।

সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরনোর দিনই সিপিএম এবং বিজেপি ও তাদের বিভিন্ন গণসংগঠন যোগ্যদের চাকরির রক্ষার দাবিতে এবং দুর্নীতিকারীদের শাস্তির দাবিতে মিছিল এবং প্রচার শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এদের এই প্রতিবাদের কি কোনও নৈতিক অধিকার আছে? সিপিআই(এম) দলের নেতা, রাজ্যসভার সাংসদ বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য এই মামলায় প্রথম থেকেই পুরো প্যানেল বাতিলের দাবিতে জোরের সঙ্গে কোর্টের ভেতরে এবং বাইরে সওয়াল করে এসেছেন। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং বর্তমান বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গাঙ্গুলী সিঙ্গল বেঞ্চে পুরো প্যানেল বাতিলের রায় দেন। তখন বিকাশ ভট্টাচার্যরা শহিদ মিনারে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ বাবুকে অভিনন্দন জানান। এগুলো তো ইতিহাস। ফলে আজ তাঁরা যখন প্রতিবাদের কথা বলেন, তখন মানুষের মনে তা নিয়ে খটকা লাগেই।

উত্তর চব্বিশ পরগণার শ্যামনগরে এআইডিওয়াইও-র বিক্ষোভ-অবস্থান। ১০ এপ্রিল

চাকরির সঙ্কট এবং তা নিয়ে দুর্নীতি নানা রাজ্যে ঘটছে। ত্রিপুরাতে সিপিএমের আমলে দুর্নীতির কারণে ১০,৩২৩ জনের পুরো প্যানেল বাতিল করেছিল কোর্ট। ভারতের সর্ববৃহৎ নিয়োগ কেলেঙ্কারি ব্যাপম মধ্যপ্রদেশে সংগঠিত হয়েছিল বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের দ্বারা। সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট দুর্নীতিতেও জড়িয়েছে বিজেপি নেতা-নেত্রীদের নাম। ২০১৭ সালের ক্যাগ রিপোর্টে জানা যায় ২০০৯-১০ সালে এই পশ্চিমবঙ্গে আরএসএলটি পরীক্ষায় ৪৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের মাধ্যমে। তখন পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন ছিল সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার।

৭ এপ্রিল যোগ্য শিক্ষকদের নিয়ে নেতাজি ইন্ডোরে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী সভা করে বললেন, 'আমার উপর ভরসা রাখুন। আমি বেঁচে থাকতে কারও চাকরি কেড়ে নিতে দেব না।' এ ছাড়াও তিনি স্বেচ্ছাশ্রমের কথা বলেছেন। এই কথায় যোগ্য শিক্ষকরা ভরসা রাখবেন কী করে? কারণ গত পাঁচ-ছ বছর ধরে কোর্টে কুড়ি বার শুনানি হওয়া সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার, কিংবা এসএসসি দপ্তর হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের চাওয়া যোগ্য-অযোগ্য তালিকা দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি। আর স্বেচ্ছাশ্রমে নারাজ সুস্পষ্ট বেতনের দাবিদার শিক্ষক সমাজ মুখ্যমন্ত্রীর ভরসা রাখার কথায় ভরসা করতে না পেরে ৯ এপ্রিল থেকে ডিআই অফিস অভিযান, পথ অবরোধ, বিভিন্ন স্থানে মিছিল, এসএসসি দপ্তরের সামনে অবস্থান প্রভৃতি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ৭ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোরে মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, যোগ্য শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত মানবিক। অথচ কসবায় ডিআই অফিস অভিযানের সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করল, যোগ্য শিক্ষকদের পেটে লাথি মারল এবং মমতা ব্যানার্জীর প্রশাসন সেই পুলিশের কাজকেই সমর্থন করল। কোথায় মানবিকতা! শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সাথে যোগ্য শিক্ষক-অশিক্ষক-শিক্ষাকর্মী অধিকার রক্ষা মঞ্চের বৈঠক হল। সেই বৈঠকে আইনগত দিক দেখে ২২ এপ্রিলের মধ্যে বাইশ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ওএমআর সিট প্রকাশ করবেন বলে মন্ত্রী বলেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি যেটি প্রকাশ করবেন বলেছেন, ইতিমধ্যেই সেটি সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ফলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সাথে আলোচনাও অন্তঃসারশূন্য ছাড়া কিছু হতে পারে না।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা তাঁর কাছে আছে। ২০২৬ সালে তাঁরা ক্ষমতায় এলে রিভিউ পিটিশন করে যোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দেবেন। অনেকেরই নিশ্চয় স্মরণে আছে, ত্রিপুরাতে ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্বাচনী সভায় বলেছিলেন, আমরা ক্ষমতায় এলে সিপিএম আমলে চাকরিহারা ১০,৩২৩ জনের চাকরি ফিরিয়ে দেব। প্রায় সাড়ে সাত বছর ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। অথচ এঁদের একজনও চাকরি ফিরে পাননি। বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি, কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জুমলাবাজ বিজেপি নেতাদের কথা বিশ্বাস না করে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের নেতারা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাস্তাকেই বেছে নিয়েছেন। ধরনা শুরু করেছেন ওয়াই চ্যানেলে। তাঁদের দাবি, অতি দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীকে দায়িত্ব নিয়ে এঁদের চাকরি রক্ষা করতে হবে। শিক্ষকদের চাকরি রক্ষার এই আন্দোলনে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার স্বার্থে। অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে রাজ্য সরকারকে এর সমাধান করতে হবে।

যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

এসএসসি-২০১৬ নিয়োগ মামলায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, এসএসসি-২০১৬ নিয়োগ মামলায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট।

উদ্ভূত এই পরিস্থিতি যোগ্য শিক্ষকদের পরিবার সহ এ রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে চূড়ান্ত হতাশ করেছে। অভয়ার ন্যায়বিচারের মতো শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির প্রশ্নেও রাজ্য প্রশাসন ও সিবিআই যে ভূমিকা পালন করছে, তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত অনাস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন প্রথম থেকেই নিজের চূড়ান্ত দুর্নীতির দায় যেভাবে যোগ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল করেছে এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা যেভাবে বাস্তবে এর বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়নি, রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই প্রশ্নে দেশের সর্বোচ্চ বিচারব্যবস্থার পক্ষ থেকে একটি কার্যকরী সদর্থক ভূমিকা আশা করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায় জনগণের সেই প্রত্যাশা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারেনি।

হাজার হাজার পরিবারের ভবিষ্যৎ, দুর্নীতি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির দ্বারা কোনও ভাবেই বিপন্ন হতে দেওয়া যায় না। আমরা সামগ্রিক এই পরিস্থিতির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দুর্নীতিতে জড়িত নেতা-মন্ত্রী সহ সকল ব্যক্তির কঠোর শাস্তি ও যোগ্যদের ন্যায়বিচারের দাবি করছি। আমরা এই দাবিতে রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

কলেজে চুক্তিভিত্তিক পূর্ণ ও আংশিক সময়ের শিক্ষক (স্যাক্ট)-দের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত কাজের অধিকার, সম্মানজনক বেতন কাঠামো, পিএফ, পেনশন, গভর্নিং বডি ও টিচার্স কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব, সিসিএল, জেনারেল ট্রান্সফার সহ অন্যান্য দাবিতে কুটাব-এর ডাকে ৯ এপ্রিল বিকাশ ভবনে মিছিল হয়। পুলিশ মিছিল থেকে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মহিম কুমার চ্যাটার্জী ও সাধারণ সম্পাদক সুচন্দ্রা চৌধুরী সহ ১৫ জন অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে ১১ এপ্রিল কলেজে কলেজে স্যাক্ট সহ সব স্তরের অধ্যাপকরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন।

স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতির দাবিতে
পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা আন্দোলনে

পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদিকা কেকা পাল জানান, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভায় কর্মরত স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা) অধীনস্থ এইচএইচডব্লু কর্মীদের উপর কাজের চাপ বেড়েই চলেছে।

অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এই কর্মীরা শহরাঞ্চলে মা, শিশু ও সাধারণ জনগণকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেন। অথচ ভাতার পরিমাণ মাত্র ৫,২৫০ টাকা সহ যৎসামান্য ইনসেনটিভ। এই দিয়ে একজন মানুষেরও খাওয়া-পরা চালানোই কষ্টকর। এই কর্মীদের পারিশ্রমিক সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির ধারে কাছেও নেই। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বাজেটেও এই কর্মীদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা হয়নি।

এই অবস্থায় কর্মীদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি পুনরায় কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এপ্রিল মাসে রাজ্যের সমস্ত জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া চলছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। দাবি পূরণ না হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা ফরম্যাট জমা না দেওয়া সহ বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ২২ আগস্ট আশাকর্মীদের সাথে যৌথভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন অভিযান করবেন তাঁরা।

ইউনিয়নের দাবি— কর্মীদের ন্যূনতম বেতন ১৫ হাজার টাকা করা, ফরম্যাটের প্রতিটি কলামের জন্য ইনসেনটিভ বৃদ্ধি, স্থায়ীকর্মীর স্বীকৃতি দিয়ে সমকাজে সমবেতন পরিকাঠামো চালু, ছুটি সহ সকল সুবিধার সুযোগ, পিএফ, ইএসআই সহ সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া, অবসরকালীন ভাতা ৫ লক্ষ টাকা, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুতে ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী ঐক্যমঞ্চের ডাকে ওয়াই চ্যানেলে বিক্ষোভ সমাবেশ

১১ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী ঐক্যমঞ্চের ডাকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা-যুক্ত তিন শতাধিক মানুষ ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে এক বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন। মাসিক ৫০০০ টাকা বর্ধিত হারে 'মানবিক' ভাতা প্রদান, প্রতিবন্ধীদের স্পেশাল স্কুলগুলো পরিচালনার দায়িত্ব স্কুল শিক্ষা দপ্তরের হাতে দেওয়া, নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বলা অনলাইন শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বাড়িতে বসে শিক্ষার মতো অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রত্যাহার, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় আবেদন করা সমস্ত প্রতিবন্ধীর অন্তর্ভুক্তি, ২০১৬ সালের প্যানেলভুক্ত সমস্ত যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্মীদের (প্রতিবন্ধী শিক্ষক সহ) স্বপদে সমর্যাদায় পুনর্বহাল সহ ১৯ দফা দাবিতে এই বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন ঐক্যমঞ্চের যুগ্ম সম্পাদক সৈকত কুমার কর, সভাপতি সনৎ মহন্ত। সমাবেশের সভাপতি সংগঠনের নদিয়া জেলা সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ সেন গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা করে পুরুলিয়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো দূরবর্তী জেলা থেকে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেবার জন্য আন্দোলনকারীদের ধন্যবাদ জানান।

কাকদ্বীপে এআইডিওয়াইও-র প্রতিবাদ মিছিল

এসএসসি ২০১৬-র নিয়োগ দুর্নীতির জন্য যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের বিরুদ্ধে, অভয়ার ন্যায়বিচার ও সকল বেকারের কর্মসংস্থানের দাবিতে, সাম্প্রদায়িক বিভেদবিদ্বেষ নীতি সহ ওয়াকফ বিলের সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৪টি সাংগঠনিক জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে ১২ এপ্রিল, কাকদ্বীপ শহরে প্রতিবাদ মিছিল ও অবরোধ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুমন্ত গাঙ্গুলী।

রেল স্টেশন চত্বরে
পরিযায়ী শ্রমিক সদস্য সংগ্রহ শিবির

মাইগ্র্যান্ট লেবার বা পরিযায়ী শ্রমিক এখন শ্রমশক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এআইইউটিইউসি এদের নিয়ে গড়ে তুলেছে অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১১ ও ১২ এপ্রিল যথাক্রমে সাঁতরাগাছি ও খড়্গপুর রেল স্টেশন চত্বরে আয়োজিত হল পরিযায়ী শ্রমিক সদস্য সংগ্রহ শিবির। ভিন রাজ্যের কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা এবং এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি স্টেশন সংলগ্ন হকার, দোকানদার, গাড়ি চালক সহ নানান ধরনের শ্রমজীবীদের মধ্যে এই শিবির প্রবল আকর্ষণ তৈরি করেছে।

ভিন রাজ্যে বেশ কয়েক মাস কাজ করে ফিরে আসা শ্রমিকদের কয়েক জন জানালেন তাঁদের বঞ্চনা ও মালিকি হেনস্থার করুণ কাহিনী। কেউ কেউ বললেন, আর বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাবেন না। আবার কেউ বললেন, বঞ্চনা সত্ত্বেও তাঁদের আবার না গিয়ে উপায় নেই। কারণ নিজের রাজ্যে কাজ পাওয়া দুষ্কর। সপরিবারে অনাহারে-অর্ধাহারে থাকার চেয়ে বরং হয়রানির সম্ভাবনা জেনেও ভিনরাজ্যে যাওয়া অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। ঈদ উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য বাড়ি এসে পরিবারের সদস্যদের সাথে আবেগের সম্পর্কে থেকে বাইরে যেতে মন না চাইলেও কঠিন বাস্তবতার কারণে বুকের যন্ত্রণা নিয়েই চোখের জলে আবার ভিনরাজ্যে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সংখ্যাও কম নয়।

সংগঠনের প্রচারপত্র ও শিবিরের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে বিপদাপন্ন পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে এই সংগঠনের দাঁড়ানোর নানা ঘটনা জানার পর শ্রমিকরা আশার আলো দেখতে পান এবং সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এই সদস্যরা কিছু দিনের মধ্যেই স্মার্ট আইকার্ড পাবেন।

উভয় শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পূর্বতন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার ও সম্পাদক জয়ন্ত সাহা। বক্তারা পরিযায়ী শ্রমিক জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি সেগুলির সমাধানে দলমত নির্বিশেষে শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সর্বভারতীয় ভিত্তিক একমাত্র রেজিস্টার্ড সংগঠন অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পদ গ্রহণ করে ধারাবাহিক ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা ২০ জুন কলকাতায় শ্রমমন্ত্রীর কাছে গণডেপুটেশনে পরিযায়ী শ্রমিকদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ পাটনায়

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে তাদের দোসর ইজরায়েল যেভাবে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে গণহত্যা চালাচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে ৪ এপ্রিল পাটনায় বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)। দলের বিহার রাজ্য সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং বক্তব্য রাখেন। সভা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি ও গ্যাসের দাম নতুন করে ৫০ টাকা বাড়ানোরও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গালোরে বিক্ষোভ

জ্বালানি তেল, জল, দুধ, বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি, মেট্রো সহ সমস্ত পরিবহণ ও পরিষেবার মূল্য বাড়ানোর প্রতিবাদে ৭ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি) ব্যাঙ্গালোর জেলা কমিটি বিক্ষোভ সংগঠিত করে।

জেলা সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

পাঠকের মতামত

ভোটের ভাষ্য

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আওয়াজ উঠেছিল। আজকের ভারত বাস্তবে ধর্ম প্রেক্ষিত থেকে কতটুকু মুক্ত হতে পেরেছে? স্বাধীনতার পর থেকেই এ দেশের শাসক দলগুলি ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে তাদের ভোটবাক্স ভরার একটি হাতিয়ার করে ফেলেছে। বর্তমানে তাকে আরও ভয়ঙ্করভাবে ব্যবহারে খামতি নেই। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সরকারি দল এবং রাজ্যের সরকারি দল উভয়েই উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় মত্ত। রামনবমী ঘিরে যে উন্মাদনা, যে অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখা গেল তার পরিণাম যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে অস্থিরতা ও ভীতি সৃষ্টি না করে পারে না। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এ যেন একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে।

২০১৬ সাল থেকে তৃণমূল সরকারের এ বিষয়ে ভূমিকাও যথেষ্ট প্রশ্নের সামনে দাঁড়ায়। নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার লক্ষ্যে নানা দেব-দেবীর পুজো এবং আঞ্চলিক স্বার্থ পূরণ করে এমন কিছু উপসর্গ খুঁজে তাকে উৎসাহ দেওয়ায় কমতি কই? রামনবমী থেকে তারা যাতে ফায়দা তোলাতে পিছিয়ে না পড়ে, সে জন্য তাদের পক্ষেও আয়োজন ছিল যথেষ্ট। এমনকি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে রামনবমীর বার্তা দেওয়া হয়েছে সেখানেও রামের তীর-ধনুক হাতে ছবি-প্রদর্শিত হয়েছে।

২০২৪-এর পর থেকে রামনবমী উপলক্ষে রাজ্য সরকার ছুটিও ঘোষণা করেছে। তাদের দলের পক্ষ থেকেও নানা রকমের বর্ণাঢ্য অস্ত্র-মিছিল হয়েছে। এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এখন সংসদীয় দলগুলির কাছে ভোটের অনুষঙ্গ।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কংগ্রেসের ভূমিকাও অনুরূপ। এ রাজ্যে ৩৪ বছরের দীর্ঘ সিপিএম শাসনে বাম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাদের যতখানি সংগঠিত ভাবে মানুষকে সচেতন ও প্রগতিমুখী করার কথা ছিল, তার ভীষণ অভাব দেখা গেছে। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে বিভেদকামী রাজনৈতিক শক্তিগুলি। রাষ্ট্রশক্তি যখন মৌলবাদী শক্তির হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা ভয়ের কারণ হয়। মৌলবাদের জবাব দিতে আর একটি মৌলবাদকে আশ্রয় করে ভোট বৈতরণী পারের চিন্তা ভ্রান্ত। ভোটের লক্ষ্যে ইমামভাতা, পুরোহিতভাতা সরকারি তহবিল থেকে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী। ধর্মের আড়ালে যেভাবে ভোটবাক্সের পুঁজি রাজনৈতিক দলগুলো ভরতে চায় তাকে ঠেকাতেই হবে। সাম্প্রদায়িক চিন্তার বিপরীতে চাই শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রুজি-রুটি বাসস্থানের দাবিতে আন্দোলন।

তনুশ্রী বেজ
মেদিনীপুর

একটি দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র

তিনের পাতার পর

জানাবেন। এইভাবে আমাকে সেখানে যাতায়াত করতে হত। সেদিন আমাদের খাওয়ার সংস্থান, থাকার সংস্থান কিছুই ছিল না। আজকের মতো মোবাইল ফোনের সুবিধাও সেদিন ছিল না। পুরনো অফিসে একটা ফোন ছিল শুধুমাত্র। ফলে ফোনের যোগাযোগও কার্যত ছিল না। এখানে এলেই একমাত্র এদের সাথে কথা হত। বহুদিন আমি ভাটপাড়া অফিসে এসেছি। কথাবার্তা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে নানা বিষয় নিয়ে। আমি আমার তখনকার উপলব্ধি অনুযায়ী যতটা পেরেছি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখনকার ছাত্র-যুবক কর্মীদের আমি বলি, তোমরা কত ভাল বক্তৃতা দাও, আমি তো এরকম বক্তৃতা দিতে পারতাম না। তা হলে আমি কী ভাবে কাজ করতাম? কমরেড অসিত ভট্টাচার্য রয়েছেন, উনি বলতে পারবেন, আমি কেমন আলোচনা করতাম। প্রচুর তত্ত্বকথা আমি জানতাম না। শুধু একটা জিনিস মনের মধ্যে কাজ করত, যে ভাবেই হোক, ছাত্রদের কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে, গভীর ভালবাসার সাথে তাদের আকৃষ্ট করতে হবে। তারপরে কী বলেছি, কী বুঝিয়েছি, এ সব কথা আজ আর মনে নেই।

স্কুল শেষ করে সদানন্দ নৈহাটি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে বহুদিন থেকেই ছাত্র ব্লকের ইউনিয়ন ছিল। এ রাজ্যে তখন অবিভক্ত সিপিআই-এর বিরাট প্রভাব সত্ত্বেও তাদের ছাত্র সংগঠন এআইএসএফ এই কলেজে খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না। তাদের নেতা দীনেশ মজুমদার আমাদের অ্যাপ্রোচ করেন এবং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ইলেকশনে আমরা যুক্তভাবে ফাইট করি। এই ফাইটের ভিত্তিতে এআইএসএফ প্রেসিডেন্ট এবং আমরা জেনারেল সেক্রেটারি পদ পাই। সদানন্দ প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি হন এবং পরপর বেশ কয়েকবার আমাদের সংগঠন থেকে জেনারেল সেক্রেটারি হয়। যখন ডিএসও গঠিত হয়, সেই সমাবেশে কালীধন ইনস্টিটিউশন, যেখানে পার্টিতে যুক্ত হওয়ার আগেই রাজনীতিতে আমার হাতেখড়ি হয়েছিল, সেখানকার কিছু ছাত্র, তখন আমি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, কলেজের কিছু ছাত্র, কমরেড বাদল পালের নেতৃত্বে উল্টোডাঙার কিছু ছাত্র আর কমরেড সদানন্দ বাগলের নেতৃত্বে উত্তর ২৪ পরগণার কিছু ছাত্র উপস্থিত হয়েছিল। এই নিয়েই ডিএসও-র প্রথম সম্মেলন হয়। এ ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠা সম্মেলনেই তিনি ডিএসও-র রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ওই জেলায় এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের বাইরেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আমি লক্ষ করেছি, সদানন্দ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু। প্রথম থেকেই বিভিন্ন প্রশ্ন করে করে সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি বুঝতে চাইতেন।

আপনারা অনেকেই জানেন, আমাদের দল যখন গড়ে উঠছিল, আমাদের শক্তি খুবই সীমিত ছিল। মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত পার্টি এবং মহান মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সিপিআই এ দেশে তখন প্রবল শক্তিশালী। ঠাকুর পরিবারের সৌমেন ঠাকুরের হাতে গড়া আরসিপিআই, নেতাজি প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক, স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির শক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আরএসপি, 'শ্রমিকদের নিয়েই একমাত্র পার্টি গড়ে উঠবে, এর মধ্যে কোনও মধ্যবিত্ত থাকবে না'— এই বক্তব্যের ভিত্তিতে মূলত ডক শ্রমিকদের নিয়ে বলশেভিক পার্টি, কয়েক হাজার শ্রমিককে নিয়ে ইউনিয়ন করা ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড পার্টি— এই সব পার্টিগুলিরই তখন ছিল বিরাট শক্তি। বলশেভিক পার্টির নেতা সীতা শেঠের এই জগদ্দল, শ্যামনগরে খুবই প্রভাব ছিল সেই সময়ে। অন্য দিকে আমরা ১৫-২০ জন লোক নিয়ে মিছিল করেছি, ১০০-১৫০ লোক নিয়ে মিটিং করেছি। কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যে আপনারা পেয়েছেন, ওঁকে কত ব্যঙ্গবিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে, তাঁর ছাত্র হিসাবে আমাদেরও সহ্য করতে হয়েছে, সদানন্দকেও এই সব সহ্য করতে হয়েছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলকে গ্রহণ করা, কর্মী হিসাবে লাগাতার কষ্টসহিষ্ণু সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কত কঠিন ছিল! কমরেড সদানন্দ বাগল সেই দুঃসাধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং আমৃত্যু বিপ্লবী ঝান্ডা বহন করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকে কমরেড সদানন্দের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসত, সোভিয়েট পার্টি, চিনের পার্টি আমাদের কেন সমর্থন করে না, এই ক'জন লোক নিয়ে আমরা কী করতে পারব, ইত্যাদি। সেই সময় এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। আমি যখন এখানে আসতাম, তখন এই সব নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হত। এমন দিন গেছে যে আলোচনা করতে করতে শেষ ট্রেনও ধরতে পারিনি। ওর বাড়িতে আমার যাওয়ার উপায় ছিল না, কারণ ওর বাড়ি তখন ছিল পার্টিবিরোধী। ফলে ওকে নিয়ে আমাকে এক ঠোঙা মুড়ি খেয়ে স্টেশনেই রাত কাটাতে হয়েছে। আমি এতে অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু সদানন্দ অভ্যস্ত ছিল না। সে জন্য ওকে এইসব নিয়ে মন খারাপ করতে কখনও দেখিনি। এইভাবে ভাটপাড়া, শ্যামনগরে পার্টি ও ডিএসও সংগঠন গড়ে ওঠে। এই ভাটপাড়ায় কমরেড শিবদাস ঘোষ কয়েকবার রাজনৈতিক ক্লাস করেছেন, ডিএসও সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন। এখানেই কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলনে ১৯৬০ সালে তাঁর ঐতিহাসিক আলোচনা 'মার্ক্সবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে'। তখন পার্টির টেপ রেকর্ডার কেনার সামর্থ ছিল না। স্থানীয় এক যুবকের রেকর্ডারে রেকর্ড করে সেখান থেকেই পরে সংগ্রহ করা হয়। এই সম্মেলনের প্রস্তুতিতে সদানন্দের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

সদানন্দ বাগলকে সংগঠন গড়ার জন্য কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, এই সব কখনও বলতে হয়নি। তিনি নিজের উদ্যোগেই কাজ করে গেছেন। দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন চটকল শ্রমিক। তিনি জগদ্দলের শ্রমিক বস্তিতে চরম দারিদ্র প্রত্যক্ষ করেছেন। এই দারিদ্রপীড়িত শোষিত শ্রমিক ও জনগণের প্রতি তাঁর গভীর দরদবোধ তখনই গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে দলের শিক্ষায় সেই দরদী মন আরও শক্তিশালী হয়। তিনি ডিএসও-র কাজ করতে করতে নিজের থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। এই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের নানা জায়গায় তিনি বহু লোককে পার্টিতে যুক্ত করেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রয়াত কমরেড দীপঙ্কর রায় নরেন্দ্রপুর স্কুলের শিক্ষকের দ্বারা যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছেন, আবার সদানন্দ বাগলেরও তাঁর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। প্রয়াত শিক্ষক নেতা কমরেড রতন লস্করকেও যুক্ত করার ক্ষেত্রে সদানন্দ বাগলের ভূমিকা ছিল।

এখানে একটা কথা আমি বলে যেতে চাই যে, পাবলিকের সাথে মেশা ছিল তাঁর স্বাভাবিক গুণ। এটা কোনওদিন তাঁকে সার্কুলার দিয়ে বা নির্দেশ দিয়ে বলতে হয়নি। প্রথম থেকেই এটা তাঁর একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল। যেখানেই থাকতেন, সেখানকার লোকজনের সাথে মিশতেন। এবং তাঁর এই মেশার মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে পার্টির বক্তব্য চলে যেত, পার্টির প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারতেন— এটা আমি দেখেছি। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে হোক, ক্লাবের অনুষ্ঠানে কিংবা বাড়ির কোনও উৎসবে হোক, তিনি গেলে সেখানে লোকজনের সঙ্গে যে শুধু মিশতেন তাই নয়, তাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে, গল্প করার মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্যে পার্টির চিন্তা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁর ব্যাগে সবসময় পার্টির পত্রপত্রিকা, গণদাবী থাকত। লোকজনের সাথে কথা বলতে বলতে যখনই সুযোগ পেতেন, গণদাবী বা পার্টির বইপত্র তাদের দিতেন। ট্রেনে কোথাও যাওয়ার সময়েও সহযাত্রীদের সাথে কথা বলতে বলতে তাঁদের কাছে পার্টির বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

পরবর্তীকালে যখন তিনি শ্যামনগরে চলে আসেন, একটা সাইকেল নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন, কমরেডদের বাড়ি যেতেন, তাদের খোঁজ নিতেন, এমনকি সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে গিয়েও তিনি খোঁজ নিতেন। বিরোধী দলের লোকদের সাথেও তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন, তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। ফলে মতপার্থক্য থাকলেও বিরোধী দলের লোকদেরও তাঁর প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ ছিল, শ্রদ্ধাবোধ ছিল। প্রায় সকলেরই বিপদে আপদে ছুটে যেতেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই এলাকায় একজন জননেতা হিসাবে গড়ে উঠেছিলেন। তিনি যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই স্কুলেরই হেড মাস্টার হন। কিন্তু দলের কাজের প্রয়োজনে সেই হেড মাস্টারের চাকরি কন্টিনিউ করেননি। এমন নয় যে পার্টি তাঁকে করতে বারণ করেছিল, তিনি নিজেই পার্টির কাছে এসে বলেছেন, আমার এখন যা দায়িত্ব, তাতে এই কাজ করা চলে না। আমার পরে যে আছে, তাকে এই দায়িত্ব দিই। সে-ও পার্টি কমরেড। সে তো শুনে চমকে উঠেছে। বলেছে, আমি কী করে সামলাব! সদানন্দ বলেছেন, তোমাকে আমি সাহায্য করব, কিন্তু তুমি দায়িত্বটা নাও। তাকে হেড মাস্টার করে সদানন্দ জেলা পার্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

সেই সময় এবিটিএ ছিল দলমত নির্বিশেষে শিক্ষকদের সংগঠন। কিন্তু সিপিএম ধীরে ধীরে এবিটিএ-র নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে অন্য দলগুলিকে কোণঠাসা করতে থাকে। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড সদানন্দ বাগল স্মরণে

ছয়ের পাতার পর

হয় যাতে কোনও ভাবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে সেই সংগঠনে ভাঙন ধরে এবং এসটিইএ গঠিত হয়। এসটিইএ-র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরীর সঙ্গে সদানন্দ বাগলের নামও উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সদানন্দ সমগ্র পশ্চিমবাংলায় ঘুরেছেন, স্কুলে স্কুলে যোগাযোগ করেছেন, শিক্ষকদের বুঝিয়েছেন, তাঁদের সংগঠনে যুক্ত করেছেন, এসটিইএ-র আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। শোকপ্রস্তাবে আরও অনেকগুলি সংগঠনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন পরিবহণ যাত্রী কমিটি, সিপিডিআরএস) যেগুলি সবই রাজ্যস্তরের সংগঠন। প্রত্যেকটি সংগঠন গড়ে ওঠার পিছনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে পার্টি তাঁকে যেসব জায়গায় পাঠিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পুরুলিয়া, বীরভূম বা বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনী কাজে তিনি যেসব জায়গায় গিয়েছেন, সর্বত্রই সেখানকার লোকের মধ্যে একটা ছাপ ফেলে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও হিন্দিভাষী এলাকায় তিনি গেছেন। কোনও দিন তাঁর মুখে শুনিনি যে আমার এই অসুবিধা আছে, আমি পারব না। তিনি ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন, ১৯৫৫-র গোয়া মুক্তি আন্দোলন, ১৯৫৬-র বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে সিপিএম শাসনকালে ভাষাশিক্ষা আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলন, মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন এ সব প্রত্যেকটি আন্দোলনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি বলতে চাই। কমরেড সদানন্দ ফ্যামিলি লাইফে থাকলেও তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মার প্রতি কী অ্যাপ্রোচ হবে, স্ত্রীর প্রতি কী অ্যাপ্রোচ হবে, তাঁর একটি অসুস্থ ভাই ছিল, তার প্রতি অ্যাপ্রোচ কী হবে, শিক্ষক হিসাবে যে টাকা রোজগার করেছেন সেই টাকার প্রতি অ্যাপ্রোচ কী হবে— অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি নেতৃত্বের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পার্টির গাইডেন্স নিয়ে চলেছেন। শ্যামনগর এলাকায় পার্টির কোনও সেন্টার ছিল না। কিন্তু সেন্টার লাইফে না থাকলেও তাঁর পারিবারিক জীবনটা ছিল মোর দ্যান এ সেন্টার লাইফ। তাঁর স্ত্রীও পার্টির কর্মী ছিলেন, যদিও তিনি এখন অসুস্থ। এই হাউসে আমি বলতে চাই যে, সদানন্দ বাগলের রক্ত-মাংস-মজ্জায় পার্টি মিশে ছিল এবং তিনি ছিলেন খুবই দৃষ্টান্তমূলক একটি চরিত্র।

কমরেড কমল ভট্টাচার্য যখন ব্যারাকপুরের পার্টি ইনচার্জ, তাঁর সহকর্মী হয়ে তাঁরই অধীনে সদানন্দ কাজ করেছেন। কমরেড কমল ভট্টাচার্যের ছিল ধীর-স্থির-সতর্ক পদক্ষেপ, অন্য দিকে সদানন্দ বাগলের ছিল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কর্মপ্রক্রিয়া নিয়ে দু-জনের মাঝে মাঝে মতবিরোধ হত। কিন্তু কখনও খুব তর্কবিতর্ক হয়েছে বলে শুনিনি। কমল ভট্টাচার্যের খুব অভিমান হত। হয়তো একদিন সদানন্দ পার্টি অফিসে গেছেন, কমল ভট্টাচার্য ভাল করে কথা বলছেন না। সদানন্দও চেষ্টা করে যাচ্ছেন কী করে কথা বলানো যায়। মাঝখানে থাকতেন কমরেড ইন্দ্রাণী হালদার। তিনি ইতিমধ্যেই কমরেড কমল ভট্টাচার্যকে বিবাহ করেছেন। তিনিও অধিকাংশ সময়েই সদানন্দ বাগলের পক্ষেই থাকতেন। এই রকম চলত মাঝেমধ্যেই। কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হয়ে যাবেন, কমরেড সনৎ দত্তকে যখন অসুস্থতার জন্য জেলা সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি দিতে হচ্ছে, নতুন জেলা সম্পাদক ঠিক করতে হবে, সেই কর্মীসভায় বেশ কিছু কমরেড জেলা সম্পাদক হিসাবে কমরেড কমল ভট্টাচার্যের নাম প্রস্তাব করেন। আমি সেই সভায় ছিলাম। কমরেড কমল ভট্টাচার্য সেই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, আমার থেকে কমরেড সদানন্দ বাগল সংগ্রামে অনেক এগিয়ে, জেলা সম্পাদক তাঁরই হওয়া উচিত। অর্থাৎ কমরেড সদানন্দ বাগল সম্পর্কে কমরেড কমল ভট্টাচার্যের মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছিল। এই ছিল তখনকার দিনের কমরেডদের পারস্পরিক সম্পর্ক। সেই সময়ে অল্প সংখ্যক কর্মী হলেও কমরেডদের মধ্যে খুবই আবেগপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

আপনারা জানেন, আমাদের দলকে কমরেড শিবদাস ঘোষ গড়ে তুলেছিলেন মার্ক্সবাদকে ভারতবর্ষের মাটিতে নতুনভাবে সৃজনশীল প্রয়োগের দ্বারা। এই সৃজনশীল প্রয়োগ করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু অবদানও রেখেছেন যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সর্বহারা সংস্কৃতি এবং সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে উন্নত নীতিনৈতিকতা। ফলে আমাদের দলটা একটা পরিবারের মতো। অন্যান্য দলের মতো শুধু কিছু মিছিল-মিটিং, ভোটের প্রচার, চাঁদা তোলা, পত্র-পত্রিকা বিক্রি— এ রকম নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ দলের প্রত্যেকটি কর্মীকেই মূল্যবান সম্পদের মতো গণ্য করতেন, আমাদেরও সেইভাবেই তিনি শিখিয়েছেন। আজকের দিনে যখন সমস্ত পরিবার ভাঙছে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, নৈতিকতার অবনমন ঘটছে, এমনকি বৃদ্ধ বাবা-মাকে রাস্তায় বের করে দিচ্ছে, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সম্পত্তির লোভে খুন করছে, সেই পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা একটা অন্য রকমের ঐক্যবদ্ধ পরিবার গড়ে তুলছি একে অন্যের সাথে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও। সেখানে কোনও ধর্ম-বর্ণ-জাতের প্রশ্নই নেই। এ ক্ষেত্রে কেউ এগিয়ে, কেউ মাঝখানে, কেউ পিছিয়ে। যে যতটা এই শিক্ষাকে আয়ত্ত করছে পেরেছে, সে ততটাই তার জীবনে এটা প্রয়োগ করতে পারছে।

কমরেডস, আজ ভারতবর্ষে ২৫টি রাজ্যে আমাদের দলের কাজ চলছে। কোনও পরিচিত কমরেডের মৃত্যু হলে আমরা যে ব্যথা পাই, অন্য কোনও রাজ্যে দলের যে কোনও কর্মী বা নেতার মৃত্যু ঘটলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের অপরিচিত হলেও আমরা সেই ব্যথাই পাই। শুধু তাই নয়, মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুতেও আমরা সেই ব্যথা পেয়েছি যে ব্যথা আমরা আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুতে পেয়েছি। আমরা কমরেড ঘোষের ঘনিষ্ঠ ছিলাম, ফলে আবেগ একটু বেশি ছিল— এইটুকুই পার্থক্য। আবার মহান মাও সে তুং-এর মৃত্যুতে, ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা যখন আক্রান্ত হচ্ছে, আত্মাহুতি দিচ্ছে, আমাদের প্রাণে একই ব্যথা জাগত আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে। আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি এবং আজকের দিনে যারা নতুন কর্মী, তাদেরও এই শিক্ষার ভিত্তিতেই নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। সদানন্দ বাগলও এই শিক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিলেন।

সদানন্দ বাগলের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্টের কথা আমি এখানে বলতে চাই। দলের বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর এতসব কাজ, এত যোগাযোগ, তাঁর এই ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও আমি এই করেছি, ওই করেছি— এই সব কথা কর্মীদের সামনে তো নয়ই, আমাদের সামনেও আমি কোনও দিন বলতে শুনিনি। এই শোকপ্রস্তাবে যে বলা হয়েছে, যে কোনও জুনিয়র কর্মী তাঁর কাছে অকপটে দ্বিধাহীন ভাবে তার মতভেদ এমনকি তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা ব্যক্ত করতে পারত— তা একেবারে সঠিক। সমালোচনা সঠিক হলে তিনি গ্রহণ করতেন, না হলে সেই কমরেডটিকে বুঝিয়ে বলতেন। জুনিয়র কোনও কর্মী কোথাও ভাল কাজ করছে দেখলে বা জানতে পারলে তিনি খুবই উৎসাহিত করতেন। কাজের সমস্যা হলে বা ব্যর্থ হলেও আমি কোনও দিন তাঁর মুখে কখনও দুশ্চিন্তার ছাপ, বিষণ্ণতার প্রভাব লক্ষ করিনি। সদানন্দর সাথে আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘদিন তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। ডিএসওতে আমার নেতৃত্বে কাজ করেছেন, আমি সম্পাদক, উনি কমিটির সদস্য। আবার পরবর্তীকালে দলের রাজ্য কমিটিতেও আমি সম্পাদক, উনি রাজ্য কমিটির সদস্য। তাঁর সাথে আমার ছিল দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আমি দেখেছি বিপ্লবী জীবনকে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই নিয়েছিলেন। এটা প্রায় সময়েই তাঁর রসসঞ্জাত আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পেত। যে কোনও দায়িত্ব পালনে মনপ্রাণ ঢেলে মগ্ন হয়ে কাজ করতেন। যে কোনও নেতা-কর্মী তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর এই চরিত্রের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন।

আর একটা ঘটনাও এখানে বলা দরকার, তিনি কোন পোস্টে আছেন, তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কি না— এ সব নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা ছিল না। যখন রাজ্যের বৃহত্তর দায়িত্বের জন্য তাঁকে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে বলা হয়, তিনি কোনও আপত্তি করেননি এবং পরবর্তী জেলা সম্পাদককে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। যতদিন পেরেছেন, বাইরের কাজ করেও ওই জেলায় সময় দিয়েছেন। আবার যখন খুবই অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের প্রাক্কালে রাজ্য কমিটির সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। তার পরও যত দিন চলৎশক্তি ছিল কমরেডদের অনুপ্রাণিত করতেন। এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। যতক্ষণ কথাবার্তা বলতে পারতেন কমরেডরা দেখা করতে গেলেই শুধু পার্টির কাজকর্মের খবরাখবর নিতেন। চোখে যখন দেখতে পেতেন না, কমরেডদের বলতেন পার্টির বইপত্র বা গণদাবী পড়ে শোনাতে।

ফলে কমরেডদের আমি বলব, আজ শুধু এই মাল্যদান বা শোকপ্রস্তাব গ্রহণ— এমন আনুষ্ঠানিক অর্থে কেউ এই স্মরণসভাকে নেবেন না। যিনি প্রয়াত, তাঁকে আমরা আর ফিরে পাব না। আগামী দিনে আরও অনেক কমরেড প্রয়াত হবেন, আমরাও থাকব না। আপনাদের মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরাও থাকবেন না। কিন্তু পার্টি থাকবে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা থাকবে, কমিউনিজমের লড়াই থাকবে। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের ক্ষেত্রেও কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদকে উন্নত এবং বিকশিত করে যে গাইডলাইন উপস্থিত করেছেন, সমসাময়িক অনেক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তা আজও প্রাসঙ্গিক। আবার কিছু কিছু নতুন সমস্যা দেশে আসছে, বিদেশেও আসছে, মার্ক্সবাদের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের সেইগুলি সমাধানও করতে হচ্ছে।

এই দলের শক্তিবৃদ্ধির উপরেই ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের সফলতা নির্ভর করছে। বহুদিন আগেই মহান লেনিন বলে গেছেন বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মুমূর্ষু, আজ সে মৃত্যুশয্যায়। ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যাই সঙ্কট হোক, এই আন্দোলনের আরও অগ্রগতি ঘটাতে হবে। এই যে এখন শুল্ক নিয়ে দেশে দেশে আমেরিকার হুমকি, তা মৃতপ্রায় পুঁজিবাদেরই আর্তনাদ। কারণ আমেরিকা চরম সঙ্কটগ্রস্ত। সে তার বাজার রক্ষা করার জন্য এবং অন্যের বাজার গ্রাস করতে লড়াই চালাচ্ছে। এখন ট্রেড ওয়ার, ইকনমিক ওয়ার চলছে। এটা সশস্ত্র যুদ্ধেও পরিণত হতে পারে। তার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু অত্যাচারিত-নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণিও দেশে দেশে মাথা তুলছে। আমেরিকাতেও সাত মাস ধরে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন হয়েছে। আবারও এখন ট্রাম্প বিরোধী আন্দোলন চলছে। তুরস্কে আন্দোলন চলছে। এই সব আন্দোলন প্রমাণ করে যাচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি আজও মরে যায়নি। আরবে আরব স্প্রিং অভ্যুত্থান ঘটল। এ রকম দেশে দেশে নানা আন্দোলন চলছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক ধর্মঘটের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিপ্লবী নেতৃত্ব নেই। যথার্থ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আজকের পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যা একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতেই হতে পারে, এরই ভিত্তিতে এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হলে এই সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে পরাস্ত করে বিপ্লবী আন্দোলন বহু দূর যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চিনের বিপ্লব, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে একটা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। আবার কতকগুলি কারণে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে। তারও ব্যাখ্যা আমরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে পাই।

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 36 Bengali Weekly April 18, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে
সারা রাজ্যে থানায় থানায় বিক্ষোভ

এসএসসি, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ও সরকারের চূড়ান্ত দুর্নীতির পরিণামে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২০১৬ সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল বাতিল হয়ে যায়। পরিণামে যোগ্যতার সাথে পরীক্ষা দিয়ে চাকরিরতরাও চাকরি হারিয়েছেন। ফলে স্কুলশিক্ষা সহ হাজার হাজার শিক্ষক ও তাঁদের পরিবার আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মুখ্যমন্ত্রী এই কঠিন পরিস্থিতিতে দিশাহারা শিক্ষকদের স্বেচ্ছাশ্রম দিতে বলেছেন, যা এক কথায় অমানবিক। স্বাভাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। ৯ এপ্রিল তাঁরা ডিআই অফিস ঘেরাও, পথ অবরোধ কর্মসূচি রাজ্যের জেলায় জেলায় করেন। কসবা ডিআই দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে গেলে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় আন্দোলনকারী শিক্ষকদের লাঠিপেটা ও সবুট লাথি সহ নৃশংস আক্রমণ চালায়।

বাঁকুড়া, হিড়বাঁধ থানা

পুলিশের এই চরম নিন্দনীয় আচরণের প্রতিবাদে ১০ এপ্রিল রাজ্যের সর্বত্র এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে সারা রাজ্যে থানায় থানায় বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর, কোতোয়ালি থানা

১১ এপ্রিল নদিয়ায় এআইডিওয়াইও কৃষ্ণনগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে কৃষ্ণনগর শহরে পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থান-বিক্ষোভ ও পথসভা

সর্বত্র সম্প্রীতি রক্ষা করুন ঃ এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য রাজ্যের সর্বত্র সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানিয়ে ১২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

'জনজীবনের সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তার সাথে সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অতি তৎপরতার সঙ্গে ওয়াকফ আইন সংশোধন করে ধর্মীয় উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই বিলের পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে সংখ্যালঘু মানুষদের মনে নানা ধরনের আশঙ্কা দানা বাঁধছে, অন্য দিকে নানা বিভেদকামী শক্তির উস্কানিতে মুর্শিদাবাদ সহ দেশের কিছু এলাকায় দুঃখজনকভাবে কিছু বিক্ষিপ্ত ও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। এই অবস্থায় ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শুভবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে আমরা দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সর্বত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় প্রতিবাদ

১-৭ এপ্রিল অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর ডাকা দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহে দেশ জুড়ে রাজ্যে রাজ্যে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়।

প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে ৭ এপ্রিল ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলার বটতলায় বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মিলন চক্রবর্তী, হরকিশোর ভৌমিক এবং সংগঠনের আহ্বায়ক সঞ্জয় চৌধুরী।

বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে বিদ্যুৎ ছিল একটি অত্যাবশ্যক পরিষেবা। কিন্তু ২০০৩ সালে বিদ্যুৎ আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যাপক বেসরকারিকরণের রাস্তা খুলে দিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে লাভের ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ ও বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল-২০২২ তৈরি হয়। তারই পরিপূরক হিসাবে ডিজিটাল মিটার বাতিল করে জনস্বার্থবিরোধী প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানো শুরু হয়। বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ রদ, স্মার্ট মিটার বাতিল, ফিক্সড চার্জ, সার্ভিস চার্জ, ডিউটি চার্জ নেওয়া বন্ধ করা, বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল ২০২২ বাতিল করা ইত্যাদি দাবিতে এবং 'টিওডি' ব্যবস্থা চালু করে বিদ্যুৎ আরও মহার্ঘ করে তোলার প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সকল স্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহক ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির প্রতি বক্তারা আহ্বান জানান। বিক্ষোভসভা পরিচালনা করেন চমক দেববর্মা।

দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র

সাতের পাতার পর

এগুলি আগেও আমরা আলোচনা করেছি, এখনও করছি। এর ভিত্তিতে এ দেশের মানুষকেও সচেতন সজাগ করতে হবে, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের সামনেও আমাদের চিন্তাকে পৌঁছে দিতে হবে। তার জন্য বিপ্লবী দলকে শক্তিশালী করতে হবে, তার জন্য প্রয়োজন কমরেড সদানন্দ বাগলের মতো অসংখ্য এই ধরনের বিপ্লবী নেতা যাঁরা সারা জীবন সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন।

আমার একটা দুঃখ থেকে গেছে, কমরেড সদানন্দ হাসপাতাল থেকে ফেরার পরে কমরেড রূপম আমাকে ফোনে তাঁর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। তিনি কাঁদছিলেন, অস্পষ্ট কথা। আমি ভেবেছিলাম, একবার দেখতে আসব। কিন্তু আসতে পারলাম না। আর হাসপাতালেও ডাক্তাররা আমাকে যেতে দেন না, যাতে রোগাক্রান্ত না হই। তাই কমরেড সদানন্দ বাগলের সাথে আমার শেষ দেখা হল না— এই দুঃখটা আমার থেকে গেল।

যাই হোক, কমরেডদের কাছে আমার আবেদন, এই চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনারা এই স্মরণসভা থেকে ফিরে যাবেন। এই অনুষ্ঠানই যেন শেষ না হয়। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড সদানন্দ বাগল যে ভাবে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনারা যারা যে জায়গায় আছেন, আরও অধিকভাবে অগ্রসর হবেন, দলকেও শক্তিশালী করবেন। না হলে আজকের এই স্মরণসভার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমি বিশ্বাস করি এবং আপনারাও সকলেই আমার সাথে এক মত হবেন এবং সেই ভাবেই আপনারা কমরেড সদানন্দ বাগলের চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন, বিপ্লবী নেতা-কর্মী হিসাবে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবেন— এই কথা বলেই আমি আবার কমরেড সদানন্দ বাগলকে লাল সেলাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শিশুকে ধর্ষণ করে হত্যার প্রতিবাদ ছত্তিশগড়ে

ছত্তিশগড়ের উরলা দুরগে ৬ এপ্রিল ৬ বছরের এক শিশুকে চরম নির্যাতন চালিয়ে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই পাশবিক ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এবং ছত্তিশগড় রাজ্য সহ দেশের সর্বত্র ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস। ৬ এপ্রিল থেকে লাগাতার কয়েকদিন ধরে দুরগ, ধমতরী, রায়পুর, বিলাসপুর এবং গারিয়াবন্দ জেলায় জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দাবি জানানো হয়, মদ-মাদক নিষিদ্ধ করতে হবে, সোসাল মিডিয়া সহ সমস্ত মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রসার বন্ধ করতে হবে। নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, ধর্ষক ও নির্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com